হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ১৯৯১/ ২০২২

মোঃ মাহফুজুর রহমান

----আসামী-আপীলকারী-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

খোন্দকার ফারুক আহমেদ ও অন্য

------প্রতিবাদীপক্ষদ্বয়।

এ্যাডভোকেট মোঃ লুৎফর রহমান

----আসামী-আপিলকারী-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

-------১নং প্রতিবাদীপক্ষ পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোমেকট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ১২.১০.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৮.১০.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ৩য় আদালত, ঢাকা কর্তৃক মহানগর দায়রা মামলা নং ৩৯৫৬/২০১৩ *(সি,আর ২৭৯/২০১১ The Negotiable Instrument Act, 1881 ধারা ১৩৮)*-এ আসামী-দরখাস্তকারীকে দোষী সাব্যস্থ করে ০৪ (চার) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন। উক্ত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে আসামী মোঃ মাহফুজুর রহমান বিশেষ ফৌজদারী আপীল নং ০৮/২০১৭(মেট্রো ফৌজদারী আপীল নং ৮৭/২০১৭) দাখিল করলে বিজ্ঞ বিশেষ জজ (জেলা ও দায়রা জজ), বিশেষ জজ আদালত নং-০৯, ঢাকা শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ০২.০৬.২০২২ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে আপীলটি নামঞ্জুর করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে সাজাপ্রাপ্ত আসামী মোঃ মাহফুজুর রহমান দরখাস্তকারী হয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৩৫, ৪৩৯ ধারায় ফৌজদারী রিভিশন

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মোকদ্দমাটি দায়ের করে রুলটি প্রাপ্ত হন। দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ লুৎফর রহমান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে ১নং প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত। অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্তসহ নথী পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ লুৎফর রহমান এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম। **The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ৪৩ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ** "***43. Negotiable instrument made, etc., without consideration-*** *A negotiable instrument made, drawn, accepted, indorsed or transferred without consideration, or for a consideration which fails, creates no obligation of payment between the parties to the transaction. But if any such party has transferred the instrument with or without indorsement to a holder for consideration, such holder, and every subsequent holder deriving title from him, may recover the amount due on such instrument from the transferor for consideration or any prior party thereto.* *Exception I- No party for whose accommodation a negotiable instrument has been made, drawn, accepted or indorsed can, if he have paid the amount thereof, recover thereon such amount from any person who became a party to such instrument for his accommodation.* *Exception II- No party to the instrument who has induced any other party to make, draw, accept, indorse or transfer the same to him for a consideration which he has failed to pay or perform in full shall recover thereon an amount exceeding the value of the consideration (if any) which he has*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		actually paid or performed.” *উপরিল্লিখিত ধারা ৪৩ পর্যালোচনায় এটি কাঁচের মতো স্পষ্ট যে, পণ তথা বিনিময় (consideration) ছাড়া প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত, সম্মতিকৃত, স্বত্বার্পিত (endorsement) বিনিময়যোগ্য দলিল বা চেক পক্ষগণের মধ্যে কোন দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি করেনা। তথা এরূপ চেক দিয়ে The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারায় মোকদ্দমা দায়ের করা যায়না।* *গুরুত্বপূর্ণ বিধায় The Negotiable Instrument Act, 1881 ধারা ১১৮ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ* ***“118. Presumptions as to negotiable instruments of consideration- Until the contrary is proved, the following presumptions shall be made:*** ***(a) That every negotiable instrument was made or drawn for consideration, and that every such instrument, when it has been accepted, indorsed, negotiated or transferred, was accepted, indorsed, negotiated or transferred for consideration.*** ***as to date;*** ***(b) that every negotiable instrument bearing a date was made or drawn on such date;*** ***as to time of acceptance;*** ***(c) That every accepted bill of exchange was accepted within a reasonable time after its date and before its maturity;*** ***as to time of transfer;*** ***(d) that every transfer of a negotiable instrument was made before its maturity;*** ***as to order of indorsement;*** ***(e) that the indorsements appearing upon a negotiable instrument were made in the order in which they appear thereon;*** ***as to stamp;*** ***(f) that a lost promissory note, bill of exchange or cheque was duly stamped;*** ***(g) that the holder of a negotiable instrument is a holder in***

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		due course: provided that, where the instrument has been obtained from its lawful owner, or from any person in lawful custody thereof, by means of an offence or fraud, or has been obtained from the maker or acceptor by means of an offence or fraud, or for unlawful consideration, the burden of providing that the holder is a holder in due course lies upon him. " *"১১৮। বিনিময়যোগ্য দলিল সম্পর্কিত অনুমিতি ক) প্রতিদান সম্পর্কিত; খ) তারিখ সম্পর্কিত; গ) সম্মতির সময়; ঘ) হস্তান্তরের সময়; ঙ) স্বত্বার্পণের আদেশ; চ) ষ্ট্যাম্প সম্পর্কিত; ছ) ধারক, যথাবিহীত ধারক; ।-* *ভিন্নকিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বিনিময়যোগ্য দলিলের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ধরিয়া লইতে হইবে যে-* *(ক) প্রত্যেকটি বিনিময়যোগ্য দলিল পণেরবিনিময়ে প্রস্তুত বা আদিষ্ট হয়; এবং উহা যখনসম্মতিদানকৃত, স্বত্বার্পিত, বিনিময়কৃত বা হস্তান্তরিত হয়, তখন পণের জন্যই সম্মতিদানকৃত, স্বত্বার্পিত, বিনিময়কৃত বা হস্তান্তরিত হয়;* *(খ) প্রতিটি বিনিময়যোগ্য দলিলে উল্লিখিত তারিখেই প্রস্তুত বা আদেশকৃত হইয়াছে;* *(গ) প্রতিটি সম্মতিদানকৃত বিনিময় বিল উহাতে উল্লিখিত তারিখের পর এবং পূর্ণতার পূর্বে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সম্মতিদানকৃত হইয়াছে;* *(ঘ) বিনিময়যোগ্য দলিলের প্রতিটি হস্তান্তর পূর্ণতার পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছে;* *(ঙ) প্রতিটি বিনিময়যোগ্য দলিলে যে ক্রম-স্বত্বার্পণ পরিদৃষ্ট হয়, উহা উক্ত ক্রমেই করা হইয়াছে;* *(চ) একটি হারানো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক যথাযথভাবে ষ্ট্যাম্পযুক্ত ছিল;* *(ছ) বিনিময়যোগ্য দলিলের ধারক একজন যথাবিহীত ধারক; তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে দলিলটি উহার বৈধ স্বত্বাধিকারীর কিংবা আইনগত হেফাজতকারীর নিকট হইতে, অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে (Fraudulently) অর্জিত হইবে, অথবা উহা প্রস্তুতকারী বা সম্মতিদাতার নিকট হইতে অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে বা বেআইনী পণের বিনিময়ে অর্জিত হইবে, সেইক্ষেত্রে দলিলের ধারক যে একজন যথবিহীত ধারক তাহা তাহাকেই প্রমাণ করিতে হইবে।"* ***উপরিল্লিখিত ধারা সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মত স্বচ্ছ যে, ভিন্নকিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক, পণের (consideration) বিনিময়ে প্রস্তুত বা আদিষ্ট। The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ১১৮ মোতাবেক পণের প্রতিদানের বিনিময় ছাড়া (without consideration) কোন বিনিময়যোগ্য দলিল তথা***

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		চেক আইনের দৃষ্টিতে বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক হিসেবে গণ্য হবে না। *এককথায় কোন চেক, চেক প্রদানকারী কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত হলেও সেই চেকটি চেক হিসেবে গণ্য করা হবেনা যতক্ষন পর্যন্ত না সেই চেকটি প্রদানের বিনিময়ে চেক প্রদানকারী পণ বা বিনিময় বা প্রতিদান হিসেবে কোন কিছু প্রাপ্ত না হন।* *মোহাম্মদ আলী বনাম রাষ্ট্র এবং অন্য [(2022) 26 ALR (HCD) 209] মোকদ্দমায় অত্র বিভাগ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে,* *"প্রত্যেকটি বিনিময়যোগ্য দলিল প্রতিদানের বিনিময় বা পণের বিনিময় প্রস্তুত বা আদিষ্ট।"* *অভিযোগকারী তার অভিযোগের দরখাস্তে বলেন যে, আসামী ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকা ধার নেয়। ধারের টাকা পরিশোধের জন্য তর্কিত চেকটি প্রদান করেন।* *ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ধারের টাকার বিনিময়ে গৃহীত চেক পণ (consideration) নয়। ধারা ৪৩ মোতাবেক পণ (consideration) ছাড়া প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত, সম্মতিকৃত, স্বত্বার্পিত (endorsement) বিনিময়যোগ্য দলিল বা চেক পক্ষগণের মধ্যে কোন দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি করেনা।* ফৌজদারী আপীল নং- ৪১৫৯/২০২০ মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত মোতাবেক *"ব্যবসার কারণে ধার হিসেবে গৃহীত চেক বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক নয়। ফলে উক্ত চেক দ্বারা মোকদ্দমা দায়ের বেআইনী এবং এখতিয়ার বহির্ভূত।"* *বর্তমান মোকদ্দমায় আসামী মোঃ মাহফুজুর রহমান কোন পণের বিনিময়ে চেকটি অভিযোগকারীকে প্রদান করেন নাই। ফলে পণ বা বিনিময় ছাড়া চেকটি প্রদত্ত হওয়ায় এটি আইনত "চেক" তথা "বিনিময়যোগ্য দলিল" নয়।* *আমাদের দেশে পারিবারিক, বন্ধু-বান্ধব এবং পাড়া পড়শী থেকে ধার, কর্জ নেয়া ও দেয়ার রীতি প্রাচীন আমল থেকে প্রচলিত ছিল এবং আছে। এই ধার-দেনা দেয়া ও নেয়ার জন্য সাধারনত কেউ কাউকে চেক গ্রহন ও প্রদান করে না। ইদানিংকালে ধার-দেনা দেয়া ও নেয়ার ক্ষেত্রে বেআইনীভাবে চেক গ্রহণ ও প্রদানের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে এবং এর থেকে অযথা অসংখ্য মামলা মোকদ্দমা দায়ের হচ্ছে। এটি বিচার বিভাগের জন্য একটি মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে।*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ফাইন্যান্স কোম্পানী আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৯নং আইন) এর ধারা ২ এবং ৪ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ **সংজ্ঞা** ২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে- (১) "অর্থায়ন ব্যবসা" অর্থ চাহিবা মাত্র পরিশোধযোগ্য নহে এইরূপ মেয়াদি আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান, বিনিয়োগ ও ইজারা অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনাসহ ধারা ২১ এ বর্ণিত কার্যাবলি; (২) "আর্থিক বিবরণী" অর্থ ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৩) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক বিবরণী; (৩) "আমানত" অর্থ সুদ বা মুনাফার ভিত্তিতে পরিশোধের সকল শর্ত সংবলিত রসিদের মাধ্যমে গৃহীত অর্থ তবে, নিম্নরূপ উৎস হইতে গৃহীত অর্থ আমানতের অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:- (ক) শেয়ার মূলধন হিসাবে গৃহীত অর্থ; (খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত অন্য যে কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে কর্জ হিসাবে গৃহীত অর্থ; (গ) ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অধীন নিম্নবর্ণিত গৃহীত অর্থ- (অ) চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত জামানত (যদি গৃহীত অর্থ সুদহীন হয়) অথবা সম্পত্তি হস্তান্তর বা নির্দিষ্ট অংশ মেরামতের পর হস্তান্তরিত সম্পদের বিপরীতে গৃহীত অর্থ; (আ) ডিলারশিপ আমানত; (ই) আর্নেস্ট মানি আমানত বা বায়নাপত্র জমা; (ঈ) দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ করিবার জন্য চুক্তির অধীন গৃহীত অগ্রিম বা আংশিক পরিশোধিত অর্থ; (উ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ: তবে শর্ত থাকে যে, ইসলামী শরীয়া ভিত্তিতে পরিচালিত ফাইন্যান্স কোম্পানির আমানতের সংজ্ঞা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে; (৪) "আমানতকারী" অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি যাহার নামে আমানত গ্রহণ ও ধারণ করা হয় এবং আমানতকৃত অর্থ ফেরত পাইবার অধিকারী কোনো ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; (৫) "ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণগ্রহীতা" অর্থ এইরূপ খেলাপী ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি যিনি বা যাহা- (ক) নিজের, তাহার পরিবারের সদস্যের, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কোম্পানির অনুকূলে কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি হইতে গৃহীত ঋণ, বিনিয়োগ বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা বা উহার অংশ বা উহার উপর আরোপিত সুদ বা মুনাফা তাহার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পরিশোধ না করে; বা (খ) কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি হইতে জালিয়াতি বা প্রতারণা বা মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে নিজের, তাহার পরিবারের সদস্যের, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির নামে ঋণ, বিনিয়োগ বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করিয়া ফেরত না দেন; বা (গ) কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি হইতে যেই উদ্দেশ্যে ঋণ, বিনিয়োগ বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে উক্ত ঋণ, বিনিয়োগ বা আর্থিক সুবিধা বা উহার অংশ ব্যবহার করিয়াছে; বা (ঘ) ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত জামানত ঋণ প্রদানকারী কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে হস্তান্তর বা স্থানান্তর করিয়াছে: তবে শর্ত থাকে যে, এই সংজ্ঞার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক, সময় সময়, নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে; (৬) "উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক" অর্থ কোনো ব্যক্তি বা কোনো পরিবারের সদস্য কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, একক বা অন্যের সহিত যৌথভাবে, কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগের অধিক শেয়ার ধারণ; (৭) "ঋণ" অর্থ- (ক) অগ্রিম, ধার, ঋণ, ইজারা, বাটাকৃত বা ক্রয়কৃত বিল, ইসলামী শরীয়া ভিত্তিতে পরিচালিত ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক বিনিয়োগকৃত অর্থ বা অন্য যে কোনো আর্থিক সুবিধা; (খ) গ্যারান্টি, ইনডেমনিটি বা অন্য কোনো আর্থিক বন্দোবস্ত যাহা কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি-ঋণগ্রহীতার পক্ষে প্রদান বা জারি করে বা দায় হিসাবে গ্রহণ করে; (গ) কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক উহার কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রদত্ত কোনো ঋণ; এবং (ঘ) উপ-দফা (ক), (খ) ও (গ) এ উল্লিখিত ঋণ বা, ক্ষেত্রমত, ইসলামী শরীয়া ভিত্তিতে পরিচালিত ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক বিনিয়োগকৃত অর্থ এর উপর বিধি-বিধান দ্বারা আরোপিত সুদ, দন্ডসুদ, মুনাফা বা ভাড়া; (৮) "কোম্পানি আইন" অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আইন); (৯) "কোম্পানি" অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি; (১০) "খেলাপী ঋণগ্রহীতা" অর্থ কোনো দেনাদার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি যাহার নিজের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত অগ্রিম, ঋণ, অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা বা উহার অংশ বা উহার উপর অর্জিত সুদ বা মুনাফা যাহা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ হইবার পর ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হইয়াছে; (১১) "দেনাদার" অর্থ ঋণ গ্রহণ, লাভ-ক্ষতির ভাগাভাগি, খরিদ বা ইজারার ভিত্তিতে বা অন্য কোনোভাবে আর্থিক সুবিধা গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি এবং জামিনদার; (১২) "ধারা" অর্থ এই আইনের কোনো ধারা; (১৩) "পরিচালক" অর্থ ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদে পরিচালক পদে বহাল যে কোনো ব্যক্তি এবং এইরূপ ব্যক্তিকেও বুঝাইবে যাহার নির্দেশ বা আদেশে কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক কোনো দায়িত্ব পালন করেন এবং বিকল্প বা প্রতিনিধি পরিচালকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; (১৪) "পরিবার" বা "পরিবারের সদস্য" অর্থ কোনো ব্যক্তির স্ত্রী বা স্বামী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন এবং উক্ত ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তি; (১৫) "পাওনাদার" অর্থ আমানত জমাদানকারী বা লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছেন এইরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অথবা লাভ-ক্ষতির ভাগাভাগি, ভাড়ায় খরিদ বা ইজারার ভিত্তিতে বা অন্য কোনোভাবে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বা সেবা প্রদানকারী বা অর্থলগ্নীকারী ব্যক্তি; (১৬) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোনো প্রবিধান; (১৭) "ফাইন্যান্স কোম্পানি" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি; (১৮) "বৎসর" অর্থ ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত ইংরেজি পঞ্জিকা বৎসর; (১৯) "বাংলাদেশ ব্যাংক" অর্থ The Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No.127 of 1972) এর অধীন স্থাপিত Bangladesh Bank; (২০) "বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৩ এর অধীন গঠিত কমিশন; (২১) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোনো বিধি;

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(২২) "বীমা কোম্পানি" অর্থ বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (২৫) এ সংজ্ঞায়িত বীমাকারী; (২৩) "ব্যক্তি" অর্থ- (ক) প্রাকৃতিক ব্যক্তি (Natural Person); (খ) কোম্পানি; (গ) প্রতিষ্ঠান; (ঘ) অংশীদারি কারবার; এবং (ঙ) সংঘ, সংস্থা ও সমিতি; (২৪) "ব্যাংক-কোম্পানি" অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যাংক-কোম্পানি; (২৫) "সিকিউরিটি" অর্থ Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এ সংজ্ঞায়িত section 2 এর clause (1) সংজ্ঞায়িত securities; (২৬) " স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ" অর্থ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান; (২৭) " স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি" অর্থ কোনো ব্যক্তি বা তাহার পরিবারের সদস্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইবে যদি ব্যক্তি নিজে বা অন্যের সহিত যৌথভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বা উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে বা উক্ত কোম্পানি বা উহার হোল্ডিং। কোম্পানির পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা শীর্ষ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকেন; এবং (২৮) " স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান" অর্থ এইরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান যাহা একই স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান (যথা- হোল্ডিং কোম্পানি, সাবসিডিয়ারি কোম্পানি বা সহযোগী প্রতিষ্ঠান বা জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রতিষ্ঠান) বা উভয়ই তৃতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের জয়েন্ট ভেঞ্চার বা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক একক বা যৌথভাবে পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত। **ফাইন্যান্স কোম্পানির লাইসেন্স** ৪। (১) কোনো কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত বাংলাদেশে কোনো অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবে না। (২) কোনো ব্যক্তি লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর এই আইনের অধীন এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফরমে লিখিত আবেদন করিবে।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(৩) ফাইন্যান্স কোম্পানি হিসাবে কোনো কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংককে নিম্নরূপ বিষয়সমূহে সন্তুষ্ট হইতে হইবে, যথা:- (ক) আর্থিক অবস্থা; (খ) ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য; (গ) মূলধনের পর্যাপ্ততা, কাঠামোগত যথার্থতা ও উপার্জনের সক্ষমতা; (ঘ) সংঘ-স্মারকে উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলি; এবং (ঙ) জনস্বার্থ। (৪) এই ধারার অধীন লাইসেন্স প্রদানের সময় বাংলাদেশ ব্যাংক উহার বিবেচনায় সঙ্গত যে কোনো শর্ত আরোপ করিতে পারিবে। (৫) বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোনো সময় ফাইন্যান্স কোম্পানির লাইসেন্সের শর্ত সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন বা সংশোধন করিতে পারিবে। (৬) অর্থায়ন ব্যবসায়ে নিয়োজিত লাইসেন্স প্রাপ্ত ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান উহার নামের অংশ হিসাবে ফাইন্যান্স অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করিতে পারিবে না যাহাতে উহাকে ফাইন্যান্স কোম্পানি হিসাবে মনে করিবার কারণ থাকে: তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা:- (ক) ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক গঠিত সাবসিডিয়ারি; বা (খ) ফাইন্যান্স কোম্পানির পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত কোনো সংস্থা। ***উপরিল্লিখিত ধারাদ্বয় সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মতো স্পষ্ট যে, কেবল মাত্র বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত কোম্পানী ব্যতীত অন্য কোন কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বাংলাদেশে কোন অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে না।*** ***অত্র মোকদ্দমায় অভিযোগকারী বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করার লাইসেন্স প্রাপ্ত নন। ফলে তিনি আসামীকে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকা ধার দেওয়ার আইনত অধিকারী নন। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আসামীকে ঋণ প্রদান এবং তর্কিত চেকটি গ্রহণ অভিযোগকারীর বেআইনী কার্যক্রম।*** **অতএব, আদেশ হয় অত্র রুলটি চুড়ান্ত করা হলো।** বিজ্ঞ যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ৩য় আদালত, ঢাকা মেট্রোপলিটন দায়রা মামলা নং ৩৯৫৬/২০১৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরজী ১৯.০৫.২০১৪ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এবং বিশেষ জজ (জেলা ও দায়রা জজ), বিশেষ জজ আদালত নং-০৯, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ ফৌজদারী আপীল নং ০৮/২০১৭(মেট্রো ফৌজদারী আপীল নং ৮৭/২০১৭)-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০২.০৬.২০২২

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। দরখাস্তকারীকে The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ১৩৮ এর অভিযোগ থেকে অব্যাহতি তথা খালাস দেওয়া হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ১০(দশ) দিনের মধ্যে দরখাস্তকারী কর্তৃক আদালতে জমাকৃত চেকে বর্ণিত টাকার ৫০% দরখাস্তকারীকে প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল। অত্র রায়ের অনুলিপি সহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।